1) অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে কিভাবে কারণের লক্ষণ দিয়েছেন? লক্ষণস্থ পদগুলির সার্থকতা বিচার কর? কিভাবে অন্নংভট্ট লক্ষণটির পরিবর্তন করেন?

উঃ= অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন :—

"কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্।"

কার্যের পূর্বে যার উপস্থিতি নিয়ত বা নিয়মিত হবে, তাই ঐ কার্যের কারণ, যেমন- 'ঘট' নামক কার্যের পূর্বে মৃত্তিকা, কুম্ভকার ইত্যাদির উপস্থিতি নিয়ত হওয়ায় এগুলি ঘট নামক ~~কার্য~~ কার্যের কারণ।

উপরিউক্ত লক্ষণটি গ্রহণ না করে যদি শুধুমাত্র 'কার্য পূর্ববৃত্তি কারণম্' - বলা হত, অর্থাৎ 'নিয়ত' ~~বিশে~~ পদটি প্রযুক্ত না হত, তাহলে 'নিয়ত' শব্দের অভাবে রাসভে অর্থাৎ গর্দভে কারণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত, কুম্ভকারের ঘটনির্মাণের জন্য মৃত্তিকাবহনকারী গর্দভ ঘটের কারণ হতে পারে না, ঐ গর্দভ কদাচিৎ কোনো ঘটের পূর্ববর্তী হলেও যেখানে যেখানে যখন যখন ঘট উৎপন্ন হয় সর্বদা সর্বত্র ঐ গর্দভকে বর্তমান থাকতে হয় না, অর্থাৎ গর্দভ নিয়ত ঘটের পূর্ববর্তী হয় না, যেখানে যেখানে যখন যখন কার্য

উৎপন্ন হবে, যেমনো স্থানেই কোনো সময়েই যদি ঐ পদার্থের অভাব না থাকে, তাহলে ঐ পদার্থ কার্যের নিয়ত হবে। গর্দভ ঘটের নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ না হওয়ায় ঘটের কারণ নয়, তাই কারণের লক্ষণে শুধুমাত্র 'পূর্ববর্তী' পদটি প্রযুক্ত হলেই হবে না; নিয়ত পদটি থাকতে হবে। 'নিয়ত' শব্দের অর্থ হল নিয়মযুক্ত, 'নিয়ম' শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধই হল ব্যাপ্তি।

আবার কারণের লক্ষণে যদি শুধুমাত্র 'কার্য- নিয়ত কারণম্' বলা হত; পূর্ববর্তী পদটি যুক্ত না হত, তাহলে কার্যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটে যেত। কার্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়ত কার্যের আগে থাকে। তাই কার্যের কারণ হতে গেলে কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হতে হবে।

তাই অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে কারণের লক্ষণে বলেছেন- 'কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্।'

কিন্তু তর্কদীপিকায় অন্নংভট্ট কারণের লক্ষণে 'অনন্যথাসিদ্ধ' পদটি যোগ করেছেন এবং কারণের সম্পূর্ণ লক্ষণে বলেছেন

"অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববৃত্তিত্বং কারণত্বম্", অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববর্তী বিষয়ই কার্যের কারণ হবে, কারণের লক্ষণে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি প্রযুক্ত না হলে ঘট নামক কার্যের প্রতি আকাশকে কারণ বলতে হয়, কিন্তু আকাশ কার্যের প্রতি কারণ, অর্থাৎ অন্য কোনো আকাশ কারণরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তা ঘটের প্রতি অনন্যথাসিদ্ধ, ঘটের প্রতি তা কারণ হতে পারে না, তাই কারণের লক্ষণে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে, কেবল নিয়ত ~~পূর্ববৃত্তি~~ পূর্ববৃত্তি বললে আকাশকে ঘটের কারণ বলতে হত, কারণ আকাশ ঘটের নিয়ত পূর্ববৃত্তি পদার্থ, তাই 'অনন্যথাসিদ্ধ' বলা হলে আকাশ ঘটের প্রতি কারণ হতে পারবেনা, এইকারণেই তর্কদীপিকাতে অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থকে কারণ বলা হয়েছে,

---

Scanned by CamScanner

১) অনুষ্ঠান কাকে বলে? সংঘ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ~~পার্থক্য~~ পার্থক্য কি? গ্রামপঞ্চায়েত, কলেজ - এগুলি কি সংঘ-সমিতি না অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান?

উঃ- 'অনুষ্ঠান' বা 'প্রতিষ্ঠান' শব্দটি সাধারণত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে যেকোনো সংঘ বা সংগঠনকে 'অনুষ্ঠান' রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে 'অনুষ্ঠান' বলতে বোঝায় সেইসকল কর্মপ্রণালী যার দ্বারা ~~অনুষ্ঠানটি~~ সংগঠনটি গঠিত হয় বা চালিত হয়। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন— 'গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠিত যে আচার বা কর্মপ্রণালী তাই হল অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান।'

সংঘ-সমিতিকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি কর্মনীতি ও কর্মধারার প্রয়োজন হয়, সেই কর্মনিয়ম ও কর্মধারাই হল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান।

প্রতিটি সংঘ-সমিতির এক বা একাধিক লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্যকে লাভ করার উপায়-ই হল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান।
যেমন - পরিবাররূপ সংঘ-সমিতির লক্ষ্য হল বংশরক্ষা এবং লক্ষ্যলাভের উপায় হল বিবাহ। তেমনি মন্দির, গীর্জারূপ সংঘ-সমিতির লক্ষ্য হল ঈশ্বরচেতনার তৃপ্তিসাধন আর সেই লক্ষ্যলাভের উপায়রূপে 'উপাসনা' পূজার্চনা হল অনুষ্ঠান।

<u>সংঘ-সমিতি ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য :—</u>

১) সংঘ-সমিতি হল একপ্রকার মানবগোষ্ঠী আর আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঐ গোষ্ঠীকে সচল রাখে।

২) সংঘ-সমিতি হল সমাজজীবনের উপাদান আর অনুষ্ঠান সেই উপাদানকে আকার দেয়।

৩) সংঘ-সমিতি সমাজের স্থিতিশীল দিক আর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তার গতিশীল দিক।

৪) সংঘ-সমিতি মাত্রেরই কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে আর অনুষ্ঠান হল সেই লক্ষ্যলাভের উপায়।

৫) মানুষ সংঘ-সমিতির সদস্য হয় আর অনুষ্ঠান পালন করে।

৬) আমরা সংঘ-সমিতিতে বসবাস করি আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম করি।

Scanned by CamScanner

হাসপাতাল বলতে যদি নার্স, রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত গোষ্ঠীকে বোঝায়, তখন তা হবে সংঘ-সমিতি, আর হাসপাতাল বলতে যদি তার লক্ষ্যঅর্জনের উপায়রূপে কতকগুলি কর্মনীতি বা কার্যবিধিকে বোঝায় - যেমন— পীড়িতের সেবার জন্য চিকিৎসক, নার্সের কর্মনীতিকে বোঝায়, তাহলে তা হবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান,

স্কুল-শিক্ষক-কর্মচারী সম্মিলিত গোষ্ঠীরূপে কলেজ হল সংঘ-সমিতি আর শিক্ষাদানের উপায়গুলিকে কলেজরূপে গণ্য করা হলে তা হবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান,

Scanned by CamScanner